নবম-দশম শ্রেণি

প্যারালাল TEXT

বাংলা ১ম পত্র

সার্বিক ব্যবস্থাপনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

অনুপ্রেরণা ও সহযোগিতায়
মাহমুদুল হাসান সোহাগ
মুহাম্মদ আবুল হাসান লিটন

কৃতজ্ঞতা
উদ্ভাস-উন্মেষ-উত্তরণ
শিক্ষা পরিবারের সকল সদস্য

প্রকাশনায়
উদ্ভাস একাডেমিক এন্ড এডমিশন কেয়ার

প্রকাশকাল
সর্বশেষ সংস্করণ: জানুয়ারি, ২০২৫

Fixed Price
৭২৫/-
(সাতশত পঁচিশ টাকা মাত্র)

কপিরাইট © উদ্ভাস

সমস্ত অধিকার সংরক্ষিত। এই বইয়ের কোনো অংশই প্রতিষ্ঠানের লিখিত অনুমতি ব্যতীত ফটোকপি, রেকর্ডিং, বৈদ্যুতিক বা যান্ত্রিক পদ্ধতিসহ কোনো উপায়ে পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি, বিতরণ বা প্রেরণ করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

উৎসর্গ

বিনা স্বদেশী ভাষা, মিটে কি আশা!

ভাষার জন্য রক্ত দিয়েছে, গর্ভধারিণীর মায়া ত্যাগ করেছে শুধু পরবর্তী প্রজন্ম ‘মা’ বলে ডাকতে পারে যেন- এমন দৃষ্টান্ত পৃথিবীতে বিরল। বাংলাদেশ অদ্ভুত কিছু পাগলের দেশ। যারা হাসতে হাসতে ভাষার মতো তুচ্ছ(!) জিনিসের জন্যও জীবন দিয়ে দেয়।

সকল ভাষা সৈনিককে গভীর শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করছি...

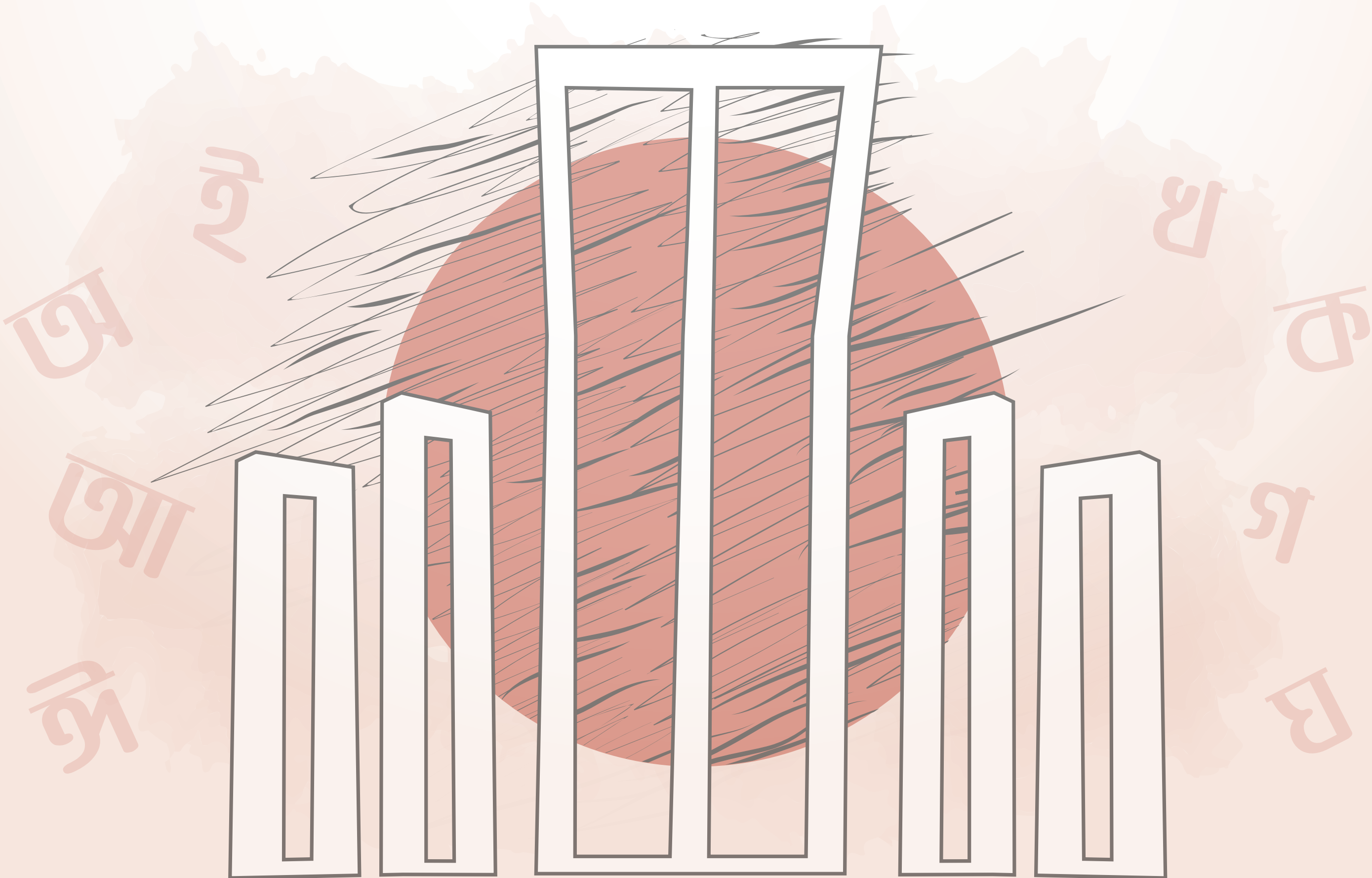

সূচিপত্র

নবম-দশম শ্রেণি

বাংলা ১ম পত্র

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	গদ্য	
০১	প্রত্যুপকার	০১
০২	সুভা	১১
০৩	বই পড়া	২২
০৪	অভাগীর স্বর্গ	৩৭
০৫	পল্লিসাহিত্য	৫১
০৬	আম-আঁটির ভেঁপু	৬৪
০৭	মানুষ মুহম্মদ (স.)	৭৯
০৮	নিমগাছ	৯৪
০৯	উপেক্ষিত শক্তির উদ্‌বোধন	১০৫
১০	শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব	১১৭
১১	প্রবাস বন্ধু	১৩০
১২	মমতাদি	১৪৩
১৩	একাত্তরের দিনগুলি	১৫৯
১৪	একুশের গল্প	১৭৪
১৫	সাহিত্যের রূপ ও রীতি	১৮৫
১৬	আমাদের নতুন গৌরবগাথা	২০২

ক্র.নং	বিষয়	পৃষ্ঠা
	পদ্য	
১৭	বঙ্গবাণী	২১৩
১৮	কপোতাক্ষ নদ	২২৩
১৯	জীবন-সঙ্গীত	২৩৪
২০	জুতা-আবিষ্কার	২৪৬
২১	ঝরনার গান	২৫৮
২২	জীবন বিনিময়	২৭০
২৩	মানুষ	২৭৯
২৪	উমর ফারুক	২৯৩
২৫	সেইদিন এই মাঠ	৩০৭
২৬	যাব আমি তোমার দেশে	৩১৮
২৭	আশা	৩২৭
২৮	বৃষ্টি	৩৩৭
২৯	আমি কোনো আগন্তুক নই	৩৪৪
৩০	রানার	৩৫৪
৩১	তোমাকে পাওয়ার জন্যে, হে স্বাধীনতা	৩৬৫
৩২	বোশেখ	৩৭৮
	সহপাঠ	
৩৩	১৯৭১	৩৮৫
৩৪	বহিপীর	৪০০

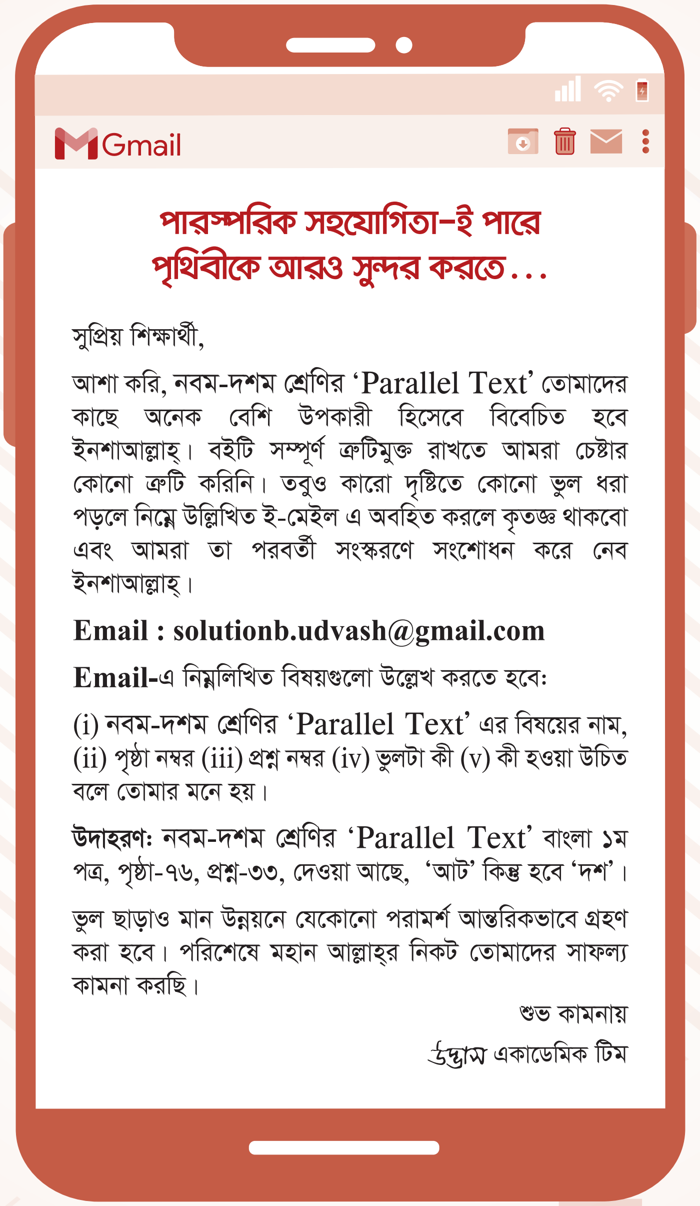

পারস্পরিক সহযোগিতা–ই পারে পৃথিবীকে আরও সুন্দর করতে . . .

সুপ্রিয় শিক্ষার্থী,

আশা করি, নবম-দশম শ্রেণির ‘Parallel Text’ তোমাদের কাছে অনেক বেশি উপকারী হিসেবে বিবেচিত হবে ইনশাআল্লাহ্। বইটি সম্পূর্ণ ত্রুটিমুক্ত রাখতে আমরা চেষ্টার কোনো ত্রুটি করিনি। তবুও কারো দৃষ্টিতে কোনো ভুল ধরা পড়লে নিম্নে উল্লিখিত ই-মেইল এ অবহিত করলে কৃতজ্ঞ থাকবো এবং আমরা তা পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে নেব ইনশাআল্লাহ্।

Email : solutionb.udvash@gmail.com

Email-এ নিম্নলিখিত বিষয়গুলো উল্লেখ করতে হবে:

(i) নবম-দশম শ্রেণির ‘Parallel Text’ এর বিষয়ের নাম, (ii) পৃষ্ঠা নম্বর (iii) প্রশ্ন নম্বর (iv) ভুলটা কী (v) কী হওয়া উচিত বলে তোমার মনে হয়।

উদাহরণ: নবম-দশম শ্রেণির ‘Parallel Text’ বাংলা ১ম পত্র, পৃষ্ঠা-৭৬, প্রশ্ন-৩৩, দেওয়া আছে, ‘আট’ কিন্তু হবে ‘দশ’।

ভুল ছাড়াও মান উন্নয়নে যেকোনো পরামর্শ আন্তরিকভাবে গ্রহণ করা হবে। পরিশেষে মহান আল্লাহ্‌র নিকট তোমাদের সাফল্য কামনা করছি।

শুভ কামনায়
উদ্ভাস একাডেমিক টিম

গদ্য

প্রত্যুপকার

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

লেখক-পরিচিতি

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর		
জন্ম	➢ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ভারতের পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলার বীরসিংহ গ্রামে ২৬শে সেপ্টেম্বর ১৮২০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। ➢ তাঁর মূল নাম ঈশ্বরচন্দ্র বন্দোপাধ্যায়। 'বিদ্যাসাগর' তাঁর উপাধি।	
শিক্ষাজীবন	তিনি ছিলেন কলকাতা সংস্কৃত কলেজের ছাত্র। তিনি প্রথমে সংস্কৃত ও পরে ইংরেজি ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করেন।	
কর্মজীবন	তিনি একাধারে পণ্ডিত, শিক্ষাবিদ, সমাজ-সংস্কারক ও খ্যাতনামা লেখক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিলেন।	
উল্লেখযোগ্য কাজ	➢ বেতাল পঞ্চবিংশতি, ব্যাকরণ কৌমুদী, শকুন্তলা, বিধবা বিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কি না এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস প্রভৃতি তাঁর উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। ➢ বাংলা বর্ণমালাকে নতুন বিন্যাসে সাজিয়ে ১৮৫৫ সালে বিদ্যাসাগর প্রকাশ করেন শিশুপাঠ্য বই বর্ণপরিচয়। ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে এ বই আজও পথপ্রদর্শক বিবেচিত হয়।	
বিশেষ তথ্য	➢ দানশীলতার জন্য তিনি 'দয়ার সাগর' নামেও পরিচিত। ➢ সুশৃঙ্খল পদবিন্যাস, যথাযথভাবে যতিচিহ্ন প্রয়োগ এবং সাহিত্যিক গদ্য রচনার জন্য তাঁকে বাংলা গদ্যের জনক বলা হয়ে থাকে।	
মৃত্যু	ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই মৃত্যুবরণ করেন।	

পাঠ-পরিচিতি

উৎস	আলোচ্য গল্পটি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের 'আখ্যানমঞ্জরী' গ্রন্থ থেকে সংকলিত।
মূলভাব	'কারো উপকার করলে উত্তম প্রতিদান লাভ করা যায়।'- এ বিষয়টি 'প্রত্যুপকার' গল্পে 'আলী ইবনে আব্বাস' চরিত্রের মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছে।
কাহিনি-সংক্ষেপ	নিয়তির পরিণতিতে প্রাণদণ্ড পায় দামেস্কের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পূর্বে কোনো এক সময় তিনি খলিফা মামুনের একজন প্রিয়পাত্র আলী ইবনে আব্বাসকে দামেস্কের পদচ্যুত শাসনকর্তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। তার প্রতিদান হিসেবে আলী ইবনে আব্বাস সেই ব্যক্তিকে প্রাণদণ্ড থেকে রক্ষা করেন এবং প্রত্যুপকার বা উপকারীর প্রতি উপকারের অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

পাঠ-বিশ্লেষণ

আলী ইবনে আব্বাস নামে এক ব্যক্তি মামুন নামক খলিফার প্রিয়পাত্র ছিলেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন, আমি একদিন অপরাহ্ণে খলিফার নিকটে বসিয়া আছি এমন সময়ে, হস্তপদবদ্ধ এক ব্যক্তি তাঁহার সম্মুখে নীত হইলেন। খলিফা আমার প্রতি এই আজ্ঞা করিলেন, তুমি এ ব্যক্তিকে আপন আলয়ে লইয়া গিয়া রুদ্ধ করিয়া রাখিবে এবং কল্য আমার নিকট উপস্থিত করিবে। তদীয় ভাব দর্শনে স্পষ্ট প্রতীত হইল, তিনি ঐ ব্যক্তির উপর অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছেন। আমি তাঁহাকে আপন আলয়ে আনিয়া অতি সাবধানে রুদ্ধ করিয়া রাখিলাম, কারণ যদি তিনি পলাইয়া যান, আমাকে খলিফার কোপে পতিত হইতে হইবে।

বিশ্লেষণ: আলী ইবনে আব্বাস নামের এক ব্যক্তি খলিফা মামুনের প্রিয়পাত্র ছিলেন। একদিন তিনি খলিফার কাছে বসে ছিলেন এমন সময় হাত-পা বাঁধা এক ব্যক্তিকে তার সামনে আনা হলে খলিফা তাঁকে আদেশ করলেন তিনি যেন সেই বন্দি ব্যক্তিকে তাঁর নিজের ঘরে নিয়ে আটকে রাখেন এবং পরদিন খলিফার সামনে উপস্থিত করেন। খলিফার ভাবে রাগান্বিত অবস্থা প্রকাশ পাচ্ছিল। তাই আলী ইবনে আব্বাস সাবধানে সেই ব্যক্তিকে আটকে রাখার ব্যবস্থা করেন কারণ সেই ব্যক্তি পালিয়ে গেলে তিনি খলিফার শাস্তির সম্মুখীন হবেন।

কিয়ৎক্ষণ পরে, আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলাম, আপনার নিবাস কোথায়? তিনি বলিলেন, ডেমাস্কাস আমার জন্মস্থান; ঐ নগরের যে অংশে বৃহৎ মসজিদ আছে, তথায় আমার বাস। আমি বলিলাম, ডেমাস্কাস নগরের, বিশেষত যে অংশে আপনার বাস তাহার উপর, জগদীশ্বরের শুভদৃষ্টি থাকুক। ঐ অংশের অধিবাসী এক ব্যক্তি একসময় আমার প্রাণদান দিয়াছিলেন।

বিশ্লেষণ: কিচ্ছুক্ষণ পর আলী ইবনে আব্বাস সেই ব্যক্তিকে তার ঠিকানা জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে সেই ব্যক্তি জানালেন ডেমাস্কাস (দামেস্ক) শহরে তার বসবাস। ডেমাস্কাসের নাম শুনেই আলী ইবনে আব্বাস আনন্দিত হয়ে বললেন, সেই শহরে যেন সৃষ্টি কর্তার আশীর্বাদ বজায় থাকে। কারণ সেই শহরের একজন ব্যক্তি একদিন তাঁর প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন।

আমার এই কথা শুনিয়া, তিনি সবিশেষ জানিবার নিমিত্ত, ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম: বহু বৎসর পূর্বে ডেমাস্কাসের শাসনকর্তা পদচ্যুত হইলে, যিনি তদীয় পদে অধিষ্ঠিত হন, আমি তাঁহার সমভিব্যাহারে (সঙ্গে বা সাহচর্যে) তথায় গিয়াছিলাম। পদচ্যুত শাসনকর্তা বহুসংখ্যক সৈন্য লইয়া আমাদিগকে আক্রমণ করিলেন। আমি প্রাণভয়ে পলাইয়া, এক সম্ভ্রান্ত লোকের বাড়িতে প্রবিষ্ট হইলাম এবং গৃহস্বামীর নিকট গিয়া, অতি কাতর বচনে প্রার্থনা করিলাম, আপনি কৃপা করিয়া আমার প্রাণ রক্ষা করুন। আমার প্রার্থনাবাক্য শুনিয়া গৃহস্বামী আমায় অভয় প্রদান করিলেন। আমি তদীয় আবাসে, এক মাসকাল নির্ভয়ে ও নিরাপদে অবস্থিতি করিলাম।

বিশ্লেষণ: আলী ইবনে আব্বাসের এ কথা শুনে সেই ব্যক্তিও কৌতূহলী হয়ে উঠলেন এবং পুরো ঘটনা জানার আগ্রহ প্রকাশ করলেন। আলী ইবনে আব্বাস জানালেন, বহু বছর আগে ডেমাস্কাসের পদচ্যুত শাসনকর্তা কর্তৃক তিনি আক্রান্ত হয়েছিলেন। প্রাণ বাঁচাতে এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় চাইলে তিনি তাকে আশ্রয় দেন।

একদিন আশ্রয়দাতা আমায় বলিলেন, এ সময়ে অনেক লোক বাগদাদ যাইতেছেন। স্বদেশে প্রতিগমনের পক্ষে আপনি ইহা অপেক্ষা অধিক সুবিধার সময় পাইবেন না। আমি সম্মত হইলাম। আমার সঙ্গে কিছুমাত্র অর্থ ছিল না, লজ্জাবশত আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না। তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন, কিন্তু তৎকালে কিছু না বলিয়া, মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন। তিনি আমার জন্য যে সমস্ত উদ্যোগ করিয়া রাখিয়াছিলেন, প্রস্থান দিবসে তাহা দেখিয়া আমি বিস্ময়াপন্ন হইলাম। একটি উৎকৃষ্ট অশ্ব সুসজ্জিত হইয়া আছে, আর একটি অশ্বের পৃষ্ঠে খাদ্যসামগ্রী স্থাপিত হইয়াছে, আর পথে আমার পরিচর্যা করিবার নিমিত্ত, একটি ভৃত্য প্রস্থানার্থে প্রস্তুত হইয়া রহিয়াছে। প্রস্থান সময় উপস্থিত হইলে, সেই দয়াময়, সদাশয়, আশ্রয়দাতা আমার হস্তে একটি স্বর্ণমুদ্রার থলি দিলেন এবং আমাকে যাত্রীদের নিকটে লইয়া গেলেন। তন্মধ্যে যাঁহাদের সহিত তাঁহার আত্মীয়তা ছিল, তাঁহাদের সঙ্গে আলাপ করাইয়া দিলেন। আমি আপনকার বসতি স্থানে এই সমস্ত উপকার প্রাপ্ত হইয়াছিলাম। এ জন্য পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়।

বিশ্লেষণ: মাসখানেক পর সেই আশ্রয়দাতা আলী ইবনে আব্বাসের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করলেন। সে সময় অর্থ বা সম্বল বলতে তাঁর কিছুই ছিল না। কিন্তু সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি তাঁর জন্য সকল ব্যবস্থা করে রাখলেন। সুসজ্জিত উট, খাদ্যসামগ্রী, সেবার জন্য চাকর এবং এক থলি স্বর্ণমুদ্রা তার সাথে দেওয়া হয়েছিল। এমন আতিথেয়তায় আলী ইবনে আব্বাস অত্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। তাই সেই এলাকা তাঁর মনে সবচেয়ে প্রিয় স্থান হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল।

এই নির্দেশ করিয়া, দুঃখ প্রকাশপূর্বক আমি বলিলাম, আক্ষেপের বিষয় এই, আমি এ পর্যন্ত সেই দয়াময় আশ্রয়দাতার কখনো কোনো উদ্দেশ পাইলাম না। যদি তাঁহার নিকট কোনো অংশে কৃতজ্ঞতা প্রদর্শনের অবসর পাই, তাহা হইলে মৃত্যুকালে আমার কোনো ক্ষোভ থাকে না। এই কথা শুনিবামাত্র, তিনি অতিশয় আহ্লাদিত হইয়া বলিলেন, আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে। আপনি যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলেন, সে এই। এই হতভাগ্যই আপনাকে, এক মাসকাল আপন আলয়ে রাখিয়াছিল।

বিশ্লেষণ: ঘটনাটি সম্পর্কে বলার পর আলী ইবনে আব্বাস আক্ষেপের স্বরে বলেন যে এখন পর্যন্ত তিনি সেই উপকারীর কোনো খোঁজ পাননি। যদি কখনো সুযোগ পান তিনি অবশ্যই সেই ব্যক্তিকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবেন। সমস্ত কিছু শুনে সেই বন্দি ব্যক্তি আনন্দিত হয়ে জানান যে আলী ইবনে আব্বাসের মনের আশা পূরণ হয়েছে-কারণ তিনি নিজেই সেই আশ্রয়দাতা।

তাঁহার এই কথা শুনিয়া, আমি চমকিয়া উঠিলাম, সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে, কিয়ৎক্ষণ নিরীক্ষণ (মনোযোগ দিয়ে দেখা) করিয়া, তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম; আহ্লাদে পুলকিত হইয়া অশ্রুপূর্ণ নয়নে আলিঙ্গন করিলাম; তাঁহার হস্ত ও পদ হইতে লৌহশৃঙ্খল খুলিয়া দিলাম এবং কী দুর্ঘটনাক্রমে তিনি খলিফার কোপে পতিত হইয়াছেন, তাহা জানিবার নিমিত্তে নিতান্ত ব্যগ্র হইলাম। তখন তিনি বলিলেন, কতিপয় নীচ প্রকৃতির লোক ঈর্ষাবশত শত্রুতা করিয়া খলিফার নিকট আমার ওপর উৎকট (অত্যন্ত প্রবল, তীব্র) দোষারোপ করিয়াছে; তজ্জন্য তদীয় আদেশক্রমে হঠাৎ অবরুদ্ধ (বন্দি) ও এখানে আনীত হইয়াছি; আসিবার সময় স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদিগের সহিত দেখা করিতে দেয় নাই; বোধ করি আমার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব, আপনার নিকট বিনীত বাক্যে প্রার্থনা এই, আপনি অনুগ্রহ করিয়া আমার পরিবারবর্গের নিকট এই সংবাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে আমি যথেষ্ট উপকৃত হইব।

বিশ্লেষণ: এ কথা শুনে আলী ইবনে আব্বাস চমকে উঠে সেই বন্দি ব্যক্তিকে ভালভাবে দেখলেন এবং চিনতে পেরে আবেগাপ্লুত হয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলেন। ঠিক তখনি তিনি সেই ব্যক্তির হাত পায়ের বাঁধন খুলে দিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দিলেন এবং তার এই অবস্থার কারণ জানতে চাইলেন। সেই ব্যক্তি জানালেন কিছু দুষ্ট লোকের মিথ্যাচারের কারণে তিনি আজ এখানে এবং তার আর বাড়ি ফিরে যাবার কোনো আশা নেই। তিনি আলী ইবনে আব্বাসকে বলেন, তিনি যেন তার পরিবারকে এই খবরটি পৌঁছে দেন কারণ এখানে আসার আগে তিনি তাদের সাথে দেখা করার সুযোগ পাননি।

তাঁহার এই প্রার্থনা শুনিয়া আমি বলিলাম, না, না, আপনি এক মুহূর্তের জন্যও প্রাণনাশের আশঙ্কা করিবেন না; আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন; এই বলিয়া পাথেয়স্বরূপ সহস্র স্বর্ণমুদ্রার একটি থলি তাঁহার হস্তে দিয়া বলিলাম, আপনি অবিলম্বে প্রস্থান করুন এবং স্নেহাস্পদ পরিবারবর্গের সহিত মিলিত হইয়া সংসারযাত্রা সম্পন্ন করুন। আপনাকে ছাড়িয়া দিলাম, এ জন্য আমার ওপর খলিফার মর্মান্তিক ক্রোধ ও দ্বেষ জন্মিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু যদি আপনার প্রাণ রক্ষা করিতে পারি, তাহা হইলে সে জন্য আমি অণুমাত্র দুঃখিত হইব না।

বিশ্লেষণ: বন্দি ব্যক্তির এই কথা শুনে আলী ইবনে আব্বাস তাকে নিশ্চিন্ত করেন যে তিনি এখন থেকে মুক্ত এবং এই স্থান ত্যাগ করে পরিবারের কাছে চলে যেতে পারে। তাকে পালিয়ে যেতে সহায়তা করার কারণে হয়তো তাঁকে খলিফার ক্রোধের শিকার হতে হবে কিন্তু তাতে তাঁর কোনো আফসোস থাকবেনা।

আমার প্রস্তাব শুনিয়া তিনি বলিলেন, আপনি যাহা বলিতেছেন, আমি কখনই তাহাতে সম্মত হইতে পারিব না। আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি যে, কিছুকাল পূর্বে, যে প্রাণের রক্ষা করিয়াছি, আপন প্রাণরক্ষার্থে এক্ষণে সেই প্রাণের বিনাশের কারণ হইব। তাহা কখনও হইবে না। যাহাতে খলিফা আমার ওপর অক্রোধ হন, আপনি দয়া করিয়া তাহার যথোপযুক্ত চেষ্টা দেখুন; তাহা হইলেই আপনার প্রকৃত কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করা হইবে। যদি আপনার চেষ্টা সফল না হয়, তাহা হইলেও আমার কোনো ক্ষোভ থাকিবে না।

বিশ্লেষণ: সেই ব্যক্তি আলী ইবনে আব্বাসের এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে বলেন, একসময় যে প্রাণ তিনি বাচিঁয়েছিলেন, এখন নিজের প্রাণ রক্ষার জন্য তিনি সেই প্রাণনাশের কারণ হতে পারবেন না। তিনি তাঁকে অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করতে বলেন। তিনি বলেন, আলী ইবনে আব্বাস যদি খলিফাকে সত্য ঘটনা বোঝাতে সক্ষম হন তাহলে খলিফা তাকে মাফ করে দিতে পারেন। আর, এই উপকার করতে পারলেই তিনি কৃতজ্ঞ থাকবেন।

পরদিন প্রাতঃকালে আমি খলিফার নিকট উপস্থিত হইলাম। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, সে লোকটি কোথায়, তাহাকে আনিয়াছ? এই বলিয়া, তিনি ঘাতককে ডাকাইয়া, প্রস্তুত হইতে আদেশ দিলেন। তখন আমি তাঁহার চরণে পতিত হইয়া বিনীত ও কাতর বচনে বলিলাম, ধর্মাবতার, ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আমার কিছু বক্তব্য আছে। অনুমতি হইলে সবিশেষ সমস্ত আপনকার গোচর করি। এই কথা শুনিবামাত্র তাঁহার কোপানল প্রজ্বলিত হইয়া উঠিল। তিনি রোষরক্ত নয়নে (ক্রোধে লাল চোখে) বলিলেন, আমি শপথ করিয়া বলিতেছি, যদি তুমি তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া থাক, এই দণ্ডে তোমার প্রাণদণ্ড হইবে। তখন আমি বলিলাম, আপনি ইচ্ছা করিলে, এই মুহূর্তে আমার ও তাহার প্রাণদণ্ড করিতে পারেন তাহার সন্দেহ কি। কিন্তু, আমি যে নিবেদন করিতে ইচ্ছা করিতেছি, কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই।

বিশ্লেষণ: পরদিন আলী ইবনে আব্বাস খলিফার কাছে উপস্থিত হন। খলিফা সেই বন্দি ব্যক্তিকে তার সামনে আনতে এবং ঘাতককে দণ্ড সম্পন্ন করার প্রস্তুতি নিতে বলেছিলেন। এমন সময় আলী ইবনে আব্বাস বিনীতভাবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কে কিছু কথা খলিফাকে জানাতে চাইলেন। খলিফা ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন যদি আলী ইবনে আব্বাস বন্দিকে মুক্ত করে দেন তাহলে তিনি তার প্রাণ কেড়ে নিবেন। তবুও আলী ইবনে আব্বাস খলিফাকে পুরো ঘটনা শোনার আবেদন জানান।

এই কথা শুনিয়া খলিফা উদ্ধত বচনে বলিলেন, কী বলিতে চাও, বল। তখন সে ব্যক্তি ডেমাস্কাস নগরে কীরূপে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষা করিয়াছিলেন এবং এক্ষণে তাহাকে ছাড়িয়া দিতে চাহিলে, আমি অবধারিত (নিশ্চিত) বিপদে পড়িব, এ জন্য তাহাতে কোনোমতে সম্মত হইলেন না; এই দুই বিষয়ে সবিশেষ নির্দেশ করিয়া বলিলাম, ধর্মাবতার, যে ব্যক্তির এরূপ প্রকৃতি ও এরূপ মতি, অর্থাৎ যে ব্যক্তি এমন দয়াশীল, পরোপকারী, ন্যায়পরায়ণ ও সবিবেচক তিনি কখনই দুরাচার নহেন। নীচপ্রকৃতি পরহিংসুক দুরাত্মারা, ঈর্ষাবশত অমূলক দোষারোপ করিয়া তাহার সর্বনাশ করিতে উদ্যত হইয়াছে; নতুবা যাহাতে প্রাণদণ্ড হইতে পারে, তিনি এরূপ কোনো দোষে দূষিত হইতে পারেন, আমার এরূপ বোধ ও বিশ্বাস হয় না। এ ক্ষেত্রে আপনার যেরূপ অভিরুচি (ইচ্ছা) হয় করুন।

বিশ্লেষণ: খলিফার অভয় পেয়ে তিনি ডেমাস্কাস নগরে ঘটে যাওয়া পুরো ঘটনা বর্ণনা করলেন এবং সেই বন্দি ব্যক্তি যে সুযোগ পেয়েও পালিয়ে যাননি সে বিষয়ে খলিফাকে অবগত করলেন। আলী ইবনে আব্বাস খলিফাকে জানান, এমন সজ্জন ব্যক্তি কখনোই অন্যায় করতে পারেনা। কিছু অসৎলোক ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে সেই বন্দি ব্যক্তির নামে মিথ্যাচার করেছে। তাই খলিফা যেন তাঁকে শাস্তি দেয়ার আগে পুনরায় বিষয়টি একটু বিবেচনা করে দেখেন।

খলিফা মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি এই সকল কথা কর্ণগোচর করিয়া কিয়ৎক্ষণ মৌনাবলম্বন করিয়া রহিলেন; অনন্তর প্রসন্ন বদনে বলিলেন, সে ব্যক্তি যে এরূপ দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ, ইহা অবগত হইয়া আমি অতিশয় আহ্লাদিত হইলাম। তিনি প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি (মুক্তি, ছাড়া পাওয়া) পাইলেন। বলিতে গেলে, তোমা হইতেই তাহার প্রাণরক্ষা হইল। এক্ষণে তাহাকে অবিলম্বে এই সংবাদ দাও, ও আমার নিকটে লইয়া আইস।

বিশ্লেষণ: খলিফা মহানুভব এবং উদারচিত্তের মানুষ ছিলেন। সকল ঘটনা শুনে তিনি সত্যতা যাচাই করে সেই বন্দি ব্যক্তিকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে তাঁর নিকট নিয়ে আসার আদেশ দিলেন।

এই কথা শুনিয়া আহ্লাদের সাগরে মগ্ন হইয়া আমি সত্বর গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক তাঁহাকে খলিফার সম্মুখে উপস্থিত করিলাম। খলিফা অবলোকনমাত্র (দেখামাত্র), প্রীতি-প্রফুল্ললোচনে, সাদর বচনে সম্ভাষণ (সম্বোধন) করিয়া বলিলেন, তুমি যে এরূপ প্রকৃতির লোক, তাহা আমি পূর্বে অবগত ছিলাম না। দুষ্টমতি দুরাচারদিগের বাক্য বিশ্বাস করিয়া অকারণে তোমার প্রাণদণ্ড করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। এক্ষণে, ইহার নিকটে তোমার প্রকৃত পরিচয় পাইয়া, সাতিশয় প্রীতিপ্রাপ্ত হইয়াছি। আমি অনুমতি দিতেছি, তুমি আপন আলয়ে প্রস্থান কর। এই বলিয়া, খলিফা, তাহাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ (পোশাক), সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশ উষ্ট্র উপহার দিলেন এবং ডেমাস্কাসের রাজপ্রতিনিধির নামে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয়স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়া তাহাকে বিদায় করিলেন।

বিশ্লেষণ: অত্যন্ত উল্লসিত হয়ে আলী ইবনে আব্বাস সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে খলিফার কাছে নিয়ে আসলেন। খলিফা তাকে সাদর সম্ভাষণ জানালেন। প্রকৃত পরিচয় না জানার কারণেই তিনি এমন ভুল সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এবং পরবর্তীতে তিনি সব জেনে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয়ে তিনি তাকে নিজের বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দিয়ে এবং সাথে অনেক উপহার, ডেমাস্কাসের রাজপ্রতিনিধির নামে অনুরোধপত্র এবং অনেক অর্থসহ বিদায় জানালেন।

মূল বইয়ের শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ
প্রত্যুপকার	উপকারীর উপকার করা।
নিষ্কৃতি	মুক্তি।
কোপানল	কোপ ও অনল মিলে কোপানল; ক্রোধ বা রাগের আগুন। এখানে যাওয়া অর্থে ব্যবহার করা হয়েছে।
প্রতীতি	বিশ্বাস; ধারণা।
প্রীতিপ্রফুল্ললোচনে	শব্দটিতে বা সাহচর্যে। নিষ্কৃতি- মুক্তি। কোপানল- কোপ ও অনল মিলে কোপানল; ক্রোধ বা রাগের আগুন। এখানে মূলত তিনটি শব্দ যুক্ত করা হয়েছে; প্রীতি, প্রফুল্ল ও লোচন- বন্ধুত্বের অনুভূতিতে আনন্দিত চোখে। লোচন অর্থ চোখ।
মৌনাবলম্বন	মৌন ও অবলম্বন মিলে মৌনাবলম্বন; অর্থাৎ নিরবতা পালন।
প্রত্যাগমন	ফিরে আসা। শব্দটি গঠিত দুটি শব্দ মিলে: প্রতি ও আগমন।

শব্দ	অর্থ
খলিফা	প্রতিনিধি হজরত মুহম্মদ (স.)-এর পরে মুসলিম রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান শাসনকর্তাকে ‘খলিফা’ বলা হতো। তিনি একাধারে রাজ্যের প্রধান শাসক ও ধর্মনেতা ছিলেন।
ডেমাস্কাস	দামেস্ক। এশিয়ার একটি প্রাচীন শহর। হজরত ইব্রাহিমের (আ.) যুগের পূর্বে এখানে শহর গড়ে উঠেছিল বলে জানা যায়। বর্তমানে দামেস্ক সিরিয়ার রাজধানী।
মামুন	আল মামুন নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁর পূর্ণ নাম আবুল আব্বাস আবদুল্লাহ আল মামুন (৭৮৬-৮৩৩ খ্রিষ্টাব্দ)। তিনি ছিলেন সপ্তম আব্বাসীয় খলিফা এবং খলিফা হারুনর রশীদের দ্বিতীয় পুত্র।
বাগদাদ	বর্তমান ইরাকের রাজধানী। খলিফা হারুনর রশীদের সময় বাগদাদ মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নগরীতে পরিণত হয়। টাইগ্রিস নদীর উভয় তীরে এবং ফুরাত বা ইউফ্রেটিস নদীর পঁচিশ মাইল উত্তরে অবস্থিত। আব্বাসীয় খলিফা মনসুর ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে নগরটি প্রতিষ্ঠা করেন।

অতিরিক্ত শব্দার্থ ও টীকা

শব্দ	অর্থ	শব্দ	অর্থ
নীত	নেওয়া হয়েছে এমন, আনীত।	অভিনিবেশ	মনোযোগ, একাগ্রতা।
তদীয়	তাঁর, সেই ব্যক্তির বা ব্যক্তিসংক্রান্ত।	ঘাতক	যে ব্যক্তি দণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীর মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করে, জল্লাদ।
কোপ	ক্রোধ, অসন্তোষ।	ধর্মাবতার	বিচারককে সম্বোধনসূচক আখ্যা।
প্রতিগমন	প্রত্যাবর্তন, পুনরায় আগমন।	দুরাচার	দুর্বৃত্ত, অমার্জিত আচরণ করে এমন।
মৌনাবলম্বন	নীরবতা পালন।	দুরাত্মা	পাপীষ্ঠ, অত্যাচারী, নির্দয়।
উদ্দেশ	সন্ধান, খোঁজ।	প্রসন্ন	সন্তুষ্ট, তৃপ্ত, প্রফুল্ল।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও এর উত্তর লিখন-কৌশল

০১। চুরির অভিযোগে কিছু লোক জনৈক ব্যক্তিকে চেয়ারম্যানের ইউনিয়ন পরিষদে হাজির করল। ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি চৌকিদার আমজাদকে ডেকে নির্দেশ দিলেন বন্দিকে তার বাড়িতে রাখতে। ঘটনাক্রমে আমজাদ জানতে পারলেন, বন্দি ব্যক্তি আর কেউ নয়, সে দশ বছর আগে আমজাদের সন্তানকে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছিল, নিজ গৃহে নিয়ে গিয়ে আহত সন্তানের সেবা করেছিল। কিন্তু আমজাদ নিজের ক্ষতি হবে ভেবে না চেনার ভান করে চুপ করে রইল। [মূল বইয়ের সৃজনশীল]

(ক) ‘প্রত্যুপকার’ শব্দের অর্থ কী? ১

(খ) খলিফা মামুন কিছুক্ষণ মৌন হয়ে ছিলেন কেন? ২

(গ) উদ্দীপকের বন্দির ঘটনা প্রত্যুপকার গল্পের কোন ঘটনার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়?-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) ‘আমজাদ ও আলী ইবনে আব্বাস উভয়ই বন্দি কর্তৃক উপকৃত হলেও এরা একরকম নয়’- বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

ক. ‘প্রত্যুপকার’ শব্দের অর্থ উপকারীর উপকার করা।

নোট: প্রদত্ত শব্দের সম্পূর্ণ অর্থ সঠিকভাবে লিখতে হবে।

খ. আলী ইবনে আব্বাসের কাছে বন্দির ব্যাপারে ইতিবাচক কথা শুনে খলিফা মামুন কিছুক্ষণ মৌন হয়েছিলেন।

খলিফা কর্তৃক দণ্ডপ্রাপ্ত বন্দিটি ছিলেন অতিশয় দয়াশীল ও ন্যায়পরায়ণ। মিথ্যা অভিযোগে সে দণ্ডপ্রাপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আলী ইবনে আব্বাসের কাছে তাঁর ডেমাস্কাস নগরে আশ্রয়দান ও প্রাণরক্ষার ঘটনা শুনে খলিফা কিছুক্ষণ মৌনাবলম্বন করে ছিলেন।

নোট: আলী ইবনে আব্বাসের কাছে বন্দি ব্যক্তির ব্যাপারে ইতিবাচক কথা শোনার পর খলিফার মনোভাব বর্ণনা করবে।

গ. উদ্দীপকের বন্দির ঘটনা ‘প্রত্যুপকার’ গল্পের গৃহস্বামীর বন্দি হওয়ার ঘটনাকে স্মরণ করিয়ে দেয়।

‘প্রত্যুপকার’ গল্পে গৃহস্বামীকে মিথ্যা অভিযোগে আটক করে খলিফা মামুনের কাছে নিয়ে আসা হয়। খলিফা তাঁকে আলী ইবনে আব্বাসের বাড়িতে আটক করে রাখতে নির্দেশ দেন। আলী ইবনে আব্বাস ঘটনাক্রমে জানতে পারেন গৃহস্বামী একসময় তাঁকে আশ্রয় দিয়েছিলেন ও তাঁর জীবন বাঁচিয়েছিলেন। এমনকি যাওয়ার সময়ে তিনি ঘোড়ার পিঠে যথেষ্ট খাদ্যসামগ্রী দিয়ে সাথে একটি ভৃত্য দিয়ে দেন। সাথে দেন এক থলে স্বর্ণমুদ্রা। অনেক বছর পর যখন গৃহস্বামী মিথ্যা অভিযোগে বন্দি হয়ে আসে তখন আলী ইবনে আব্বাসের এ বর্ণনা শুনে গৃহস্বামী নিজের পরিচয় প্রকাশ করেন এবং তাঁকে আলী ইবনে আব্বাস চিনতে পারেন।

উদ্দীপকে বলা হয়েছে চুরির অভিযোগে কিছু লোক জনৈক ব্যক্তিকে চেয়ারম্যানের নিকট ইউনিয়ন পরিষদে হাজির করে। ঘটনার বিবরণ শুনে তিনি চৌকিদার আমজাদকে নির্দেশ দেন যেন বন্দিকে তার বাড়িতে রাখা হয়। ঘটনাক্রমে চৌকিদার জানতে পারে সে বন্দি লোকটি দশ বছর আগে আমজাদের সন্তানকে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচিয়েছিল। অতএব, বলা যায় উদ্দীপকের ঘটনাটির সাথে ‘প্রত্যুপকার’ গল্পের গৃহস্বামীর বন্দি হওয়ার ঘটনাকে মনে করিয়ে দেয়।

নোট: পূর্বের উপকারের স্মৃতি এবং পরবর্তী ঘটনার সময়ে ব্যক্তিটিকে চিনতে পারার বিষয়টির বর্ণনা করে মিলের বিষয়গুলো দেখাবে।

ঘ. ‘আমজাদ ও আলী ইবনে আব্বাস উভয়ই বন্দি কর্তৃক উপকৃত হলেও এরা একে অপরের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।’- উক্তিটি যথার্থ।

আলী ইবনে আব্বাস একসময় তাঁর প্রাণ রক্ষার্থে এক ব্যক্তির বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন। গৃহস্বামী তাঁকে আশ্রয় দিয়ে আপ্যায়ন করেন। তাঁকে নিজ দেশে ফেরত আসার জন্য সবরকম সহায়তা করেন। দীর্ঘকাল পর সেই গৃহস্বামী যখন খলিফা মামুনের বন্দি হিসেবে তাঁর কাছে উপস্থিত হন, তখন তিনি তাঁকে চিনতে পারেন।

গৃহস্বামীকে দেখে আলী ইবনে আব্বাস অত্যন্ত খুশি হন। তাঁর বাঁধন খুলে দেন এবং তাঁকে বলেন আপনি এখন থেকে মুক্ত। সাথে তাঁকে এক থলে স্বর্ণমুদ্রা জানান যে, তিনি তখনই পরিবারের কাছে ফেরত যেতে পারেন। এমনকি তিনি গৃহস্বামীর জীবন রক্ষার্থে নিজের প্রাণদণ্ডেরও ভয় করেন না। কিন্তু গৃহস্বামী তাঁর এ কথায় রাজি হননি। কিছুদিন আগে যার প্রাণ রক্ষা করেছেন এখন সেই প্রাণ বিনাশের কারণ হতে তিনি অস্বীকৃতি জানান। ফলে আলী ইবনে আব্বাস পরদিন সকালে খলিফার নিকটে গিয়ে সবকিছু খুলে বলেন। খলিফা সবকিছু বুঝতে পেরে গৃহস্বামীকে মুক্তি দেন এবং উপহার সামগ্রী প্রদান করেন।

উদ্দীপকে জনৈক ব্যক্তি চৌকিদারের সন্তানকে সড়ক দুর্ঘটনা থেকে বাঁচালেও চৌকিদার তাকে না চেনার ভান করে। অথচ ঐ ব্যক্তি চৌকিদারের ছেলেকে নিজ গৃহে নিয়ে সেবা করে সুস্থ করেছিল। কিন্তু আমজাদ নিজের ক্ষতি হবে ভেবে তাঁকে না চেনার ভান করে চুপ করে থাকে।

উদ্দীপকের আমজাদ অকৃতজ্ঞতা দেখালেও গল্পের আলী ইবনে আব্বাস কৃতজ্ঞতা স্বরূপ খলিফার নিকট থেকে গৃহস্বামীকে বাঁচিয়েছিলেন। অতএব বলা যায়, আমজাদ ও আলী ইবনে আব্বাস উভয়ই বন্দি কর্তৃক উপকৃত হলেও এরা একে অপরের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে পারেনি।

নোট: আলী ইবনে আব্বাসের কৃতজ্ঞতার বিপরীতে আমজাদের অকৃতজ্ঞ আচরণের তুলনামূলক বিশ্লেষণের প্রেক্ষিতে উত্তর করবে।

CQ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। খলিফা মামুনের প্রিয়পাত্র কে ছিলেন?

উত্তর: খলিফা মামুনের প্রিয়পাত্র ছিলেন আলী ইবনে আব্বাস।

০২। বর্তমানে দামেস্ক কোন দেশের রাজধানী?

উত্তর: দামেস্ক বর্তমানে সিরিয়ার রাজধানী।

০৩। ‘কিয়ৎক্ষণ’ শব্দটি কোন রীতির?

উত্তর: ‘কিয়ৎক্ষণ’ শব্দটি সাধুরীতি।

০৪। ‘তদীয়’ শব্দের প্রমিত রূপ কোনটি?

উত্তর: ‘তদীয়’ শব্দের প্রমিত রূপ তাঁর।

০৫। আলী ইবনে আব্বাস কতদিন ডেমাস্কাসে ছিলেন?

উত্তর: আলী ইবনে আব্বাস একমাস ডেমাস্কাসে ছিলেন।

০৬। বিদায়কালে খলিফা আল মামুন বন্দিকে কতটি অশ্ব উপহার দিয়েছিলেন?

উত্তর: বিদায়কালে খলিফা আল মামুন বন্দিকে দশটি অশ্ব উপহার দিয়েছিলেন।

০৭। ‘প্রত্যুপকার’ গল্পের বন্দিটির জন্মস্থান কোথায়?

উত্তর: ‘প্রত্যুপকার’ গল্পের বন্দিটির জন্মস্থান ডেমাস্কাস।

০৮। আলী ইবনে আব্বাসের সবচেয়ে প্রিয় স্থান কোনটি?

উত্তর: আলী ইবনে আব্বাসের সবচেয়ে প্রিয় স্থান ডেমাস্কাস।

০৯। আলী ইবনে আব্বাস কখন খলিফার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন?

উত্তর: গৃহস্বামীকে বন্দি করার পরদিন প্রাতঃকালে আলী ইবনে আব্বাস খলিফার নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন।

১০। প্রত্যাগমন শব্দটি কোন দুটি শব্দ মিলে গঠিত হয়েছে?

উত্তর: প্রত্যাগমন শব্দটি প্রতি ও আগমন শব্দ মিলে গঠিত হয়েছে।

CQ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। “পৃথিবীতে যত স্থান আছে ঐ স্থান আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়” উক্তিটি কে করেছিলেন এবং কেন করেছিলেন?

উত্তর: উক্তিটি খলিফা মামুনের প্রিয়পাত্র আলী ইবনে আব্বাসের। তিনি একবার ডেমাস্কাসে গেলে সেখানকার পদচ্যুত শাসনকর্তার আক্রমণের শিকার হন। সেখানকার এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামী তাঁকে নিরাপদে আশ্রয় প্রদান করেন। তাঁর বাড়িতে আলী ইবনে আব্বাস একমাস অবস্থান করেন। সুযোগ হলে গৃহস্বামী তাঁকে সসম্মানে তাঁর নিজ গৃহে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। এর কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আলী ইবনে আব্বাস উক্তিটি করেন।

০২। “আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি”- গৃহস্বামী এই উক্তিটি করেছিলেন কেন?

উত্তর: আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর মৃত্যুদণ্ডাদেশ হলে আলী ইবনে আব্বাস নিজের জীবনের বিনিময়ে হলেও তাঁকে রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেন। গৃহস্বামী তাঁর এই প্রস্তাব শুনে উক্তিটি করেন।

তিনি আরো বলেন, কিছুদিন পূর্বে যার প্রাণ রক্ষা করেছি, এখন নিজের প্রাণ রক্ষার্থে তার বিনাশের কারণ হবো, তা কখনোই হবে না। অতঃপর তিনি অন্য উপায়ে খলিফার রাগ দমন করার চেষ্টা করতে বলেন।

০৩। “খলিফা মামুন দণ্ডাদেশ প্রদানে সিদ্ধহস্ত হলেও তিনি ছিলেন কৃপার সাগর”- উক্তিটি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর: এখানে একইসাথে খলিফা মামুনের কঠোরতা ও কোমলতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

খলিফা মামুন ডেমাস্কাসের এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামীকে কিছু নীচ প্রকৃতির হিংসুক লোকের অভিযোগে আটক করেন। গৃহস্বামী তাঁর স্ত্রী, পুত্র, কন্যাদের সাথে বাগদাদে কারারুদ্ধ হওয়ার পূর্বেই দেখা করতে চান। খলিফা তার প্রতি কঠোরতা অবলম্বন করে তার ইচ্ছা পূরণ করতে দেননি। পরবর্তীতে আলী ইবনে আব্বাস খলিফাকে গৃহস্বামীর দয়া ও পরোপকারিতার কথা বর্ণনা করেন। গৃহস্বামীর প্রকৃত পরিচয় পেয়ে খলিফা তাঁর মৃত্যুদণ্ডাদেশ বাতিল করেন এবং তাকে সসম্মানে ডেমাস্কাসে ফিরে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। তাকে মহামূল্য পরিচ্ছদ, সুসজ্জিত দশ অশ্ব, দশ খচ্চর, দশটি উট উপহার দেন। এছাড়াও ডেমাস্কাসের রাজ প্রতিনিধির কাছে এক অনুরোধপত্র ও পাথেয়স্বরূপ বহুসংখ্যক অর্থ দিয়ে তাঁকে বিদায় দেন। তাই বলা যায় খলিফা মামুন দণ্ডাদেশ প্রদানে সিদ্ধহস্ত হলেও তিনি ছিলেন কৃপার সাগর।

০৪। “তিনি, আমার আকার প্রকার দর্শনে, তাহা বুঝিতে পারিলেন”- এখানে কী বুঝতে পারার কথা বলা হয়েছে?

উত্তর: আলী ইবনে আব্বাস ডেমাস্কাসে এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামীর বাড়িতে একমাস আশ্রয়ে ছিলেন। বিভুঁইয়ে দীর্ঘকাল অতিবাহিত করায় তাঁর নিকট কোনো অর্থ-সম্পদ অবশিষ্ট ছিল না। বাগদাদে ফিরে যাওয়ার সময় লজ্জার কারণে তার অর্থের অভাবের কথা গৃহস্বামীকে বলতে পারেননি। তার আকার ইঙ্গিত দেখে গৃহস্বামী অর্থের অভাব বুঝতে পারেন এবং তার বাগদাদে ফিরে যাওয়ার জন্য এক থলি স্বর্ণমুদ্রসহ খাদ্য সামগ্রী প্রদান করেন।

০৫। “আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে।”- বুঝিয়ে লেখ।

উত্তর: ডেমাস্কাসের এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্বামী আলী ইবনে আব্বাসকে সেখানকার পদচ্যুত শাসনকর্তার আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। একমাস পর সেখান থেকে আসার পর তিনি আশ্রয়দাতা ব্যক্তির সাথে আর যোগাযোগ করতে পারেননি। তার কোনো উপকারও করতে পারেননি। অদৃষ্টের পরিহাসে সেই গৃহস্বামী আসামি হয়ে আসেন খলিফা মামুনের দরবারে। খলিফা মামুন আসামিকে আলী ইবনে আব্বাসের বাড়িতে বন্দি করে রাখেন। আলী ইবনে আব্বাস আসামির কাছে ডেমাস্কাসের ঘটনা বর্ণনা করেন এবং সেই গৃহস্বামীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশের আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করেন। তখন গৃহস্বামী নিজের পরিচয় দিয়ে বলেন- আপনার মনস্কাম পূর্ণ হইয়াছে।

০৬। “কৃপা করিয়া তাহা শুনিলে, আমি চরিতার্থ হই”- ব্যাখ্যা কর।

উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি আলী ইবনে আব্বাস খলিফাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিলেন যেন তিনি দয়া করে তার পুরো কথাটি শুনেন। ডেমাস্কাসের সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির ইতিবাচক চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য এবং প্রাণ বাঁচানোর ঘটনাটি আলী ইবনে আব্বাস খলিফাকে জানাতে চাইছিলেন। কিন্তু ক্রোধান্বিত খলিফা কোনোভাবে শুনতে চাইছিলেন না। তখন বিনীত অনুরোধ করে আলী ইবনে আব্বাস আলোচ্য উক্তিটি করেন যেন খলিফা তাঁকে কৃপা করেন, এতে তিনি তুষ্ট হবেন।

০৭। **খলিফা মামুনকে মহামতি ও জাতি উন্নতচিত্ত পুরুষ বলা হয়েছে কেন?- ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর: খলিফা মামুন মহৎ এবং উদার হৃদয়ের শাসক ছিলেন বলে তাঁকে মহামতি ও উন্নতচিত্তের মানুষ বলা হয়েছে।

মিথ্যা অভিযোগের কারণে খলিফা মামুন এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে বন্দি করেন।কিন্তু তার প্রকৃত পরিচয় পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি সেই বন্দিকে মুক্ত করেন এবং প্রচুর উপহার সামগ্রী এবং অর্থ প্রদান করে তাকে স্বদেশে পাঠিয়ে দেন। সত্যকে স্বীকার করতে তিনি কুণ্ঠাবোধ করেননি বরং নিজের ভুল স্বীকার করেছেন এবং সংশোধন করেছেন। তাই তাকে মহামতি ও উন্নতচিত্তের মানুষ বলা হয়েছে।

০৮। **"আপনি এই মুহূর্ত হইতে স্বাধীন" – উক্তিটি কে, কাকে উদ্দেশ্য করে বলেছিল?-ব্যাখ্যা কর।**

উত্তর: আলোচ্য উক্তিটি আলী ইবনে আব্বাস সেই বন্দি ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন।

খলিফা কর্তৃক বন্দিকৃত ব্যক্তিটি এক সময় আলী ইবনে আব্বাসের প্রাণ বাচিঁয়েছিলেন। তার প্রতিদানস্বরূপ তিনি সেই বন্দি ব্যাক্তির হাত পা থেকে লোহার বাঁধন খুলে দিয়ে তাকে স্বর্ণমুদ্রাসহ নিজের পরিবারের কাছে পাঠিয়ে দিতে চাইলেন। গৃহস্বামী ব্যক্তিটির যে প্রাণ যাওয়ার কোনো আশঙ্কা নেই সেটি বোঝাতেই আলী ইবনে আব্বাস আলোচ্য উক্তিটি করেন।

CQ প্রয়োগ ও উচ্চতর দক্ষতামূলক প্রশ্ন ও নমুনা উত্তর

০১। **বশির জীবনে প্রথমবার ঢাকায় এসেছে। এখানকার পথঘাট, জীবনপ্রণালী কিছুই তার জানা নেই। সে কোথায় থাকবে, কোথায় খাবে সে ব্যাপারে কোনো কিছুই সে জানতো না। ঘটনাক্রমে সে এলাকার-এক ভাই বাসেতকে খুঁজে পায়। বাসেত তাকে নিজের বাড়িতে থাকতে দেয়। কিছুটা আর্থিক সহযোগিতাও করে। কিন্তু মাস দুয়েক পরক বশির বাসেতের ব্যবহৃত মোবাইল, ল্যাপটপ আর জমানো কিছু টাকা চুরি করে পালিয়ে যায়।**

(গ) উদ্দীপকের বাসেত চরিত্রটি 'প্রত্যুপকার' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ?-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের বশির ও 'প্রত্যুপকার' গল্পের আলী ইবনে আব্বাস দুটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" – মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তর

গ. উদ্দীপকের বাসেত চরিত্রটি প্রত্যুপকার গল্পের ডেমাস্কাসের সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

উদ্দীপকে বশির ঢাকায় এসে পথঘাট না চিনে বেশ বিপদেই পড়েছিল। এলাকার ভাই হিসেবে বাসেত তাকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দেয়, কিছুটা আর্থিক সাহায্যও করে। অর্থাৎ সে একজন আশ্রয়দাতা এবং সজ্জন হিসেবে এখানে উপস্থাপিত হয়েছে।

প্রত্যুপকার গল্পে ডেমাস্কাসের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত আলী ইবনে আব্বাসের প্রাণ বাচিঁয়েছিলেন। সে সময় আলী ইবনে আব্বাস প্রায় একমাস তাঁর বাড়িতে আশ্রিত ছিলেন। যখন সেই ব্যক্তি আলী ইবনে আব্বাসের স্বদেশে ফেরার ব্যবস্থা করেন তখন তিনি বিশাল আয়োজনে তাকে বিদায় দেন। উট, খাবার, ভৃত্য, স্বর্ণমুদ্রা কিছুই বাদ পড়েনি। অতিশয় সজ্জন এবং ভালো মনের মানুষ না হলে কেউ অপরিচিত কারো জন্য এতকিছু করেনা। যা উদ্দীপকের বাসেত চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. "উদ্দীপকের বশির ও 'প্রত্যুপকার' গল্পের আলী ইবনে আব্বাস দুটি ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে।" – মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকের বশির উপকারীর অপকার এবং প্রত্যুপকার গল্পের আলী ইবনে আব্বাস উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে ভিন্ন দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন।

উদ্দীপকের বশির জীবনে প্রথমবার ঢাকায় এসেছে। পথঘাট কিছু না চেনার কারণে সে কোথায় থাকবে বুঝে উঠতে পারছিল না। ঘটনাক্রমে সে এলাকার পরিচিত ভাই বাসেতকে খুঁজে পায় এবং বাসেত তাকে আশ্রয় দেয়। কিন্তু মাস দুয়েক পর বশির বাসেতের মোবাইল, ল্যাপটপ ও টাকা নিয়ে পালিয়ে যায়। যে তার এত বড় উপকার করলো সে ব্যক্তির ক্ষতি করতে সে কুণ্ঠাবোধ করেনি। সে কৃতঘ্ন চরিত্রের এক অন্যতম উদাহরণ।

অপরদিকে প্রত্যুপকার গল্পে আলী ইবনে আব্বাসের প্রাণ বাঁচায় ডেমাস্কাসের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। পরবর্তীকালে আলী ইবনে আব্বাসের আশ্রয়দাতা ওই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিটি খলিফা মামুনের সৈন্যদল কর্তৃক বন্দি হন এবং খলিফার নির্দেশে আলী ইবনে আব্বাসের গৃহে তাকে আটকে রাখা হয়। আব্বাস বন্দি ব্যক্তিটির সঠিক পরিচয় জানতে পেরে তাঁর উপকারের জন্য নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে তাঁকে মুক্ত করে দেন। কিন্তু আলী ইবিনে আব্বাসকে বিপদে ফেলে পালিয়ে যেতে না চাইলে তিনি তার মুক্তির জন্য খলিফার কাছে সুপারিশ করেন এবং বলা যায় তাঁর কারণেই বন্দি ব্যক্তিটি সে যাত্রা প্রাণে রক্ষা পান। আলী ইবনে আব্বাস উপকারীর উপকার স্বীকার করেছেন। তিনি কৃতজ্ঞ চরিত্রের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই বলা যায় যে আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

০২। এক বনে এক সিংহ ছিল। বনের সব পশুপাখি তাকে ভয় পেত, মান্য করত। একদিন ঘুম ভাঙানোর অপরাধে একটি ইঁদুরকে সে রেগে গিয়ে মেরে ফেলতে উদ্যত হয়। প্রাণ-ভিক্ষা চেয়ে সেবার ইঁদুরটি বেঁচে যায়। আরেকদিন সিংহটি এক শিকারীর জালে আটকা পড়ে। তখন ইঁদুরটি ছুটে এসে তার ধারালো দাঁত দিয়ে জাল কেটে সিংহকে উদ্ধার করে।

(গ) উদ্দীপকের সাথে 'প্রত্যুপকার' গল্পের সাদৃশ্য ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকে 'প্রত্যুপকার' গল্পের সমগ্রভাব ফুটে ওঠেনি।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর

গ. উপকারীর উপকার স্বীকার করার দিক থেকে উদ্দীপকের সাথে প্রত্যুপকার গল্পের সাদৃশ্য রয়েছে।

উদ্দীপকে এক সিংহ ও এক ইঁদুরের ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে। সিংহকে বনের পশুপাখি সবাই ভয় পেত, মান্য করত। একদিন ঘুম ভাঙানোর অপরাধে সে একটি ইঁদুরকে মেরে ফেলতে চায়। কিন্তু প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে ইঁদুরটি সেবারের মত বেঁচে যায়। আরেকদিন সিংহটি এক শিকারীর জালে আটকা পরে। তখন ইঁদুরটি ছুটে এসে তার ধারালো দাঁত দিয়ে জাল কেটে সিংহকে উদ্ধার করে। সিংহের উপকারের প্রতিদান স্বরূপ সে সিংহের জীবন বাঁচায়।

প্রত্যুপকার গল্পে আমরা আলী আব্বাস নামক এক ব্যক্তির প্রতি উপকারের কাহিনি দেখতে পাই। ডেমাস্কাসের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি আলী ইবনে আব্বাসকে বিপদ থেকে রক্ষা করে প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। সেই আশ্রয়দাতা এক সময় খলিফা মামুন কর্তৃক বন্দি হয়। তখন আলী ইবনে আব্বাস সেই ব্যক্তির সঠিক পরিচয় জানতে পেরে নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে খলিফার কাছে তার মুক্তির জন্য সুপারিশ করেন। তাই বলা যায়, 'প্রত্যুপকার' গল্পের উপকারীর উপকার করার দিকটিই এখানে উদ্দীপকের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. "উদ্দীপকে 'প্রত্যুপকার' গল্পের সমগ্রভাব ফুটে ওঠেনি।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

উদ্দীপকে কেবল উপকারীর উপকার করার বিষয়টির উল্লেখ থাকলেও গল্পে বর্ণিত খলিফার মহত্ত্ব, আশ্রয়দাতার নিঃস্বার্থ উপকার, নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলার দিকগুলোর উল্লেখ নেই।

উদ্দীপকে সিংহ ইঁদুরকে মারতে উদ্যত হলে ইঁদুরটি প্রাণ ভিক্ষা চেয়ে সেবার বেঁচে যায়। এখানে সিংহটি নিঃস্বার্থ উপকার করেনি। বরং ইঁদুরটিকে দয়া করেছিল যার প্রতিদানস্বরূপ পরবর্তীতে ইঁদুরটি সিংহের প্রাণ বাঁচায়।

কিন্তু প্রত্যুপকার গল্পে আলী ইবনে আব্বাস ও ডেমাস্কাসের সেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি একে অপরের উপকার করার ঘটনার পাশাপাশি আরও কিছু জিনিস উপস্থাপিত হয়েছে। এখানে আশ্রয়দাতা গৃহস্বামীর উপকার নিঃস্বার্থ ছিল। এছাড়া গল্পে খলিফার মহানুভবতা এবং উদারতা দৃশ্যমান। তিনি প্রথমে ভুল সিদ্ধান্ত নিলেও সত্যতা যাচাইয়ের পর তাঁর সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করেন। আলী ইবনে আব্বাস উপকারীর উপকার করতে গিয়ে নিজের জীবন ঝুঁকিতে ফেলতেও পিছপা হননি। বরং তিনি সাহস করে খলিফার সামনে গিয়ে দাঁড়ান। এসব বিষয়গুলো উদ্দীপকে অনুপস্থিত। তাই বলা যায় আলোচ্য মন্তব্যটি যথার্থ।

গুরুত্বপূর্ণ MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। আলী ইবনে আব্বাস কার প্রিয়পাত্র ছিলেন?
(ক) খলিফা আমিন (খ) খলিফা মুতাসিম
(গ) খলিফা মামুন (ঘ) খলিফা মুনতাসির (গ)

০২। আলী ইবনে আব্বাস কতদিন ডেমাস্কাসে ছিলেন?
(ক) একমাস (খ) চল্লিশ দিন
(গ) দুই মাস (ঘ) দেড়মাস (ক)

০৩। গৃহস্বামী আলী ইবনে আব্বাসকে থলিতে কী দিয়েছিলেন?
(ক) স্বর্ণমুদ্রা (খ) রৌপ্যমুদ্রা
(গ) তাম্রমুদ্রা (ঘ) আটা (ক)

০৪। কে মহামতি ও অতি উন্নতচিত্ত পুরুষ ছিলেন?
(ক) আলী ইবনে আব্বাস (খ) গৃহস্বামী
(গ) খলিফা আমিন (ঘ) খলিফা মামুন (ঘ)

০৫। "আমি এত নীচাশয় ও স্বার্থপর নহি" উক্তিটি-
(ক) খলিফার
(খ) বন্দি লোকটির
(গ) আলী ইবনে আব্বাসের
(ঘ) দারোয়ানের (খ)

০৬। হাত-পা বাঁধা ব্যক্তিটিকে খলিফার নিকট কখন আনা হয়েছিল?
(ক) সভাতে (খ) অপরাহ্ণে
(গ) সন্ধ্যায় (ঘ) রাতে (খ)

০৭। খলিফা বন্দিকে কোথায় রুদ্ধ করার আদেশ দিয়েছিলেন?
(ক) আলী ইবনে আব্বাসের বাড়িতে
(খ) খলিফার বাড়িতে
(গ) কয়েদখানায়
(ঘ) অন্ধকার প্রকোষ্ঠে (ক)

০৮। খলিফা কার প্রতি ক্রুদ্ধ ছিলেন?
(ক) জনৈক ব্যক্তির উপর
(খ) আলী ইবনে আব্বাসের উপর
(গ) মিথ্যা অভিযোগকারীদের উপর
(ঘ) অমাত্যের উপর ক

০৯। আলী ইবনে আব্বাসের ওপর আক্রমণ করেছিল–
(i) ডেমাস্কাসের পদচ্যুত শাসনকর্তা
(ii) তার সৈন্যদল
(iii) ডেমাস্কাসের নতুন শাসনকর্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) iii, iii (গ) i, ii (ঘ) i, ii, iii গ

১০। "লজ্জাবশত আমি তাঁহার নিকট সে কথা ব্যক্ত করিতে পারিলাম না।" এখানে কোন কথাকে নির্দেশ করা হয়েছে?
(ক) অর্থের অভাব (খ) খলিফার আদেশ
(গ) জীবন নাশের আশঙ্কা (ঘ) করুণ পরিণতি ক

১১। জনৈক ব্যক্তির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য গুণ –
(i) দয়াময় (ii) সদাশয় (iii) উপকারী
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii
(গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii ঘ

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও।

একদিন এক চাষি একটি ইগলকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করে দেয়। ইগলটি সে উপকারের কথা ভোলেনি। অন্য একদিন চাষাটিকে একটি সাপ আক্রমণ করলে ইগল পাখিটি সেই সাপকে হত্যা করে চাষিকে রক্ষা করে।

১২। উদ্দীপকের ইগলটি 'প্রত্যুপকার' গল্পের কোন চরিত্রকে নির্দেশ করে?
(ক) খলিফা (খ) জনৈক ব্যক্তি
(গ) আব্বাস (ঘ) হারুনর রশীদ গ

১৩। অনুচ্ছেদটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয়-
(ক) উপকারীর উপকার (খ) উপকারীর অপকার
(গ) মহানুভবতা ও বদান্যতা (ঘ) ঔচিত্যবোধ ক

১৪। 'প্রত্যুপকার' রচনাটি কোন রচনা থেকে সংকলিত?
(ক) আখ্যানমঞ্জরী ১ম ভাগ
(খ) আখ্যানমঞ্জরী ২য় ভাগ
(গ) বেতাল পঞ্চবিংশতি
(ঘ) ভ্রান্তিবিলাস খ

১৫। 'দয়ার সাগর' নামে পরিচিত ছিলেন কে?
(ক) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (খ) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
(গ) খলিফা মামুন (ঘ) খলিফা হারুনর রশীদ ক

১৬। বাংলা গদ্যের জনক কে?
(ক) বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর
(গ) প্রমথ চৌধুরী (ঘ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর খ

১৭। 'বর্ণ পরিচয়' বইটি কত সালে প্রকাশিত হয়?
(ক) ১৮৫০ (খ)১৮৪৯
(গ) ১৮৫৫ (ঘ) ১৮৫৭ গ

১৮। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কবে মৃত্যুবরণ করেন?
(ক) ১৮৯২ সালের ২৯শে জুলাই
(খ) ১৮৯১ সালের ২৯ শে জুলাই
(গ) ১৮৯০ সালের ৩০ শে জুলাই
(ঘ) ১৮৯০ সালের খ

১৯। 'প্রতীতি' শব্দের অর্থ কী?
(ক) সম্প্রীতি (খ) অতুত্ব
(গ) বিশ্বাস (ঘ) প্রফুল্ল গ

২০। খলিফা মামুন ছিলেন-
(ক) ৭ম আব্বাসীয় খলিফা
(খ) ৮ম আব্বাসীয় খলিফা
(গ) ৬ষ্ঠ আব্বাসীয় খলিফা
(ঘ) ৫ম আব্বাসীয় খলিফা ক

মূল বইয়ের MCQ প্রশ্ন ও উত্তর

০১। খলিফা মামুন কোথাকার শাসনকর্তা ছিলেন?
(ক) বাগদাদ (খ) ডেমাস্কাস
(গ) সিরিয়া (ঘ) ইরান ক

নিচের উদ্দীপকের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:

সে বিস্ময়াবহ কাহিনি শুনিয়া নৃপতি মুগ্ধ হইলেন। বহুদিনের বিদ্বেষভাব দূরে গেল, ভক্তিতে অন্তর আর্দ্র হইল। প্রেমের জয় হইল। নৃপতির কণ্ঠে হাতেমের জয়গান। তাঁহার কণ্ঠ ভেদিয়া উত্থিত হইল- ধন্য হাতেম, ধন্য তাহার কুল!

০২। নৃপতির মাধ্যমে 'প্রত্যুপকার' গল্পের খলিফার কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পেয়েছে?
(ক) বদান্যতা (খ) মহানুভবতা
(গ) দানশীলতা (ঘ) ঔচিত্যবোধ খ

গুরুত্বপূর্ণ প্র্যাক্টিস প্রবলেম

MCQ

সময়: ১০ মিনিট
পূর্ণমান: ১৫

০১। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের অ্যাখ্যানমঞ্জরী রচিত হয় কত খ্রিষ্টাব্দে?
(ক) ১৮৬৬ (খ) ১৮৬৭ (গ) ১৮৬৮ (ঘ) ১৮৬৯

০২। 'খলিফা' শব্দের অর্থ কী?
(ক) রাজা (খ) প্রতিনিধি
(গ) বাদশাহ (ঘ) সম্বোধন

০৩। আখ্যানমঞ্জরীর উপজীব্য বিষয়-
(ক) ইতিহাস প্রসিদ্ধ ব্যক্তিগণের গৌরবদীপ্ত ঘটনা
(খ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ যোদ্ধাদের ঘটনা
(গ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ রাজাদের ঘটনা
(ঘ) ইতিহাস প্রসিদ্ধ যুদ্ধের ঘটনা

০৪। দামেস্ক কোন দেশের রাজধানী?
(ক) লেবানন (খ) ফিলিপাইন
(গ) ইসরায়েল (ঘ) সিরিয়া

০৫। জনৈক ব্যক্তি শাস্তিস্বরূপ নিজের কী ধরনের দণ্ড হবে বলে অনুমান করেছিলেন?
(ক) প্রাণদণ্ড (খ) অর্থদণ্ড
(গ) শ্রমদণ্ড (ঘ) ক ও খ উভয়ই

০৬। কার অনুরোধে জনৈক ব্যক্তির প্রাণরক্ষা হয়েছিল?
(ক) খলিফা মামুনের (খ) আলী ইবনে আব্বাসের
(গ) খলিফা হারুন অর রশিদের (ঘ) বন্দির পরিবারের

০৭। খলিফা জনৈক ব্যক্তিকে কয়টি উট উপহার দিয়েছিলেন?
(ক) একটি (খ) আটটি (গ) দশটি (ঘ) বারোটি

০৮। খলিফা মামুন হারুনর রশীদের কততম পুত্র ছিলেন?
(ক) ১ম (খ) ২য় (গ) ৩য় (ঘ) ৪র্থ

০৯। বাগদাদ শহরটি–
(i) ইরাকের রাজধানী (ii) মুসলিম সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নগরী
(iii) ৭৬৩ খ্রিষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত
নিচের কোনটি সঠিক?
(ক) i, ii (খ) ii, iii (গ) i, iii (ঘ) i, ii, iii

১০। আল মামুন কত খ্রিষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?
(ক) ৭৮৬ (খ) ৮৩৩ (গ) ৭৮৭ (ঘ) ৮৩৬

১১। নিচের চরিত্রগুলোর মধ্যে কে যথাক্রমে নিঃস্বার্থ উপকারী ও অন্যজন সকৃতজ্ঞ উপকারী?
(ক) জনৈক ব্যক্তি, আব্বাস (খ) পদচ্যুত শাসক, আব্বাস
(গ) আব্বাস, খলিফা (ঘ) খলিফা, জনৈক ব্যক্তি

১২। 'প্রত্যুপকার' গল্পে সমভিব্যাহারে শব্দটি কী অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে?
(ক) সাহচর্যে (খ) সম্পূর্ণভাবে (গ) আংশিকভাবে (ঘ) চলমান

নিচের অনুচ্ছেদের আলোকে পরবর্তী দুইটি প্রশ্নের উত্তর দাও:
এক গরিব কৃষক আহত একটি কুকুরকে বাড়িতে এনে সেবা-শুশ্রূষা করে সুস্থ করে তুলল। একদিন সেই কুকুরটির কামড়েই কৃষকের মৃত্যু হয়।

১৩। অনুচ্ছেদটি তোমার পঠিত কোন রচনার বিপরীত ভাব প্রকাশ করে?
(ক) নিমগাছ (খ) প্রত্যুপকার (গ) অভাগীর স্বর্গ (ঘ) মমতাদি

১৪। উদ্দীপকে অনুচ্ছেদটির কুকুরটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য-
(ক) কৃতজ্ঞ (খ) অকৃতজ্ঞ
(গ) কৃতঘ্ন (ঘ) কোনোটিই নয়

১৫। ভাষা শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কোন বইটি পথপ্রদর্শক?
(ক) বর্ণপরিচয় (খ) ভ্রান্তিবিলাস
(গ) বেতাল পঞ্চবিংশতি (ঘ) ব্যাকরণ কৌমুদী

CQ

০১। ছিনতাইয়ের অভিযোগে একজন উদ্‌বাস্তু লোককে কিছু উৎসুক জনতা মিলে পুলিশের কাছে সোপর্দ করে। অথচ এরা পুরো ঘটনা জানেই না। যারা ছিনতাইয়ের কবলে পড়েছিলেন তারা পুলিশকে জানায় লোকটি বরং তাদের বিপদ থেকে রক্ষা করেছে। পুলিশ কর্মকর্তা সমস্ত প্রমাণ এবং সাক্ষ্যের ভিত্তিতে লোকটিকে মুক্ত করে দেয়।

(গ) উদ্দীপকের পুলিশ কর্মকর্তা 'প্রত্যুপকার' গল্পের কোন চরিত্রের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ-ব্যাখ্যা কর। ৩

(ঘ) "উদ্দীপকের ঘটনাটি 'প্রত্যুপকার' গল্পের আংশিক প্রতিচ্ছবি"- মন্তব্যটির যথার্থতা নিরূপণ কর। ৪

উত্তরমালা

MCQ

০১	গ	০২	খ	০৩	ক	০৪	ঘ	০৫	ক	০৬	খ	০৭	গ	০৮	খ	০৯	ঘ	১০	ক
১১	ক	১২	ক	১৩	খ	১৪	গ	১৫	ক										

CQ

০১। (গ) **উত্তর সংকেত:** উদ্দীপকের পুলিশ কর্মকর্তার সাথে প্রত্যুপকার গল্পের খলিফা মামুন চরিত্রের সাদৃশ্যপূর্ণ নির্ণয় কর।
(ঘ) **উত্তর সংকেত:** মন্তব্যটি যথার্থ। উভয় ক্ষেত্রেই একজন নিঃস্বার্থ উপকারী, একজন সকৃতজ্ঞ প্রত্যুপকারী ও একটি বিশেষ চরিত্রের মহত্ব প্রকাশিত হয়েছে।